সংবাদ

তারিখ 11 MAR 2018
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

শিক্ষার আলো না পেয়েই বড় হচ্ছে বেদে শিশুরা

মাহমুদ মিলন, ফেনী

শিক্ষা সবার মৌলিক অধিকার হলেও সে সুফল পাচ্ছে না ফেনীর বেদে পল্লীর শিশুরা। সরকার গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করলেও সে সুবিধা পাচ্ছে না তৃণমূলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। ফেনী সদর উপজেলার কাজিরবাগ ইউনিয়নের রানির হাট এলাকার বেদে পল্লীর ছেলেমেয়েরা হতভাগাদের অংশ। বছরের পর বছর শিক্ষার আলোর বাইরেই থেকে যাচ্ছে এ পল্লীর শতাধিক শিশু-কিশোর রয়েছে। এ বিষয়ে সরকার বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাদের কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা নেই ওদের নিয়ে। বস্তুত দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এটা একটা দুঃখের খবর।

শিশুদের বাবা-মায়ের অসচেতনতা ও দারিদ্র্যের কারণে ফুটফুটে এসব ছেলেমেয়ে শিক্ষার আলোর স্পর্শ পাচ্ছে না। যে বয়সে তাদের বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, সে বয়সে জীবিকার তাড়নায় বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে আয়-রোজগার করতে হচ্ছে তাদের। এসব শিশু সারাদিন ঘুরে ১শ' থেকে দেড়শ টাকা পা। সংসার চালাতে ওই ছেলেমেয়েদের উপার্জিত টাকা সংসাওে যোগান দিচ্ছে। এতে পরিবারের কিছুটা রুটিরুজির পথ সুগম হয়। তাই তাদেও ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে নানা কাজে নিয়োজিত করে।

রানীর হাটের বেদে পল্লী গিয়ে দেখা গেছে, প্রায় আশিজন শিশু-কিশোরের মধ্যে ২ থেকে ৫ জন জন শিশু স্কুলে যায়। বাকিরা সবাই ২য়-৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে ইচ্ছা থাকার পরও বাবা-মায়ের আর্থিক অভাবের কারণে ঝরে পড়ছে। বেদে সর্দার সরফরাজ ইসমাইল জানান, সরকারি সহায়তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা আমাদের অসচ্ছল পরিবারগুলোর দিকে খাদ্য নিরাপত্তা এবং শিক্ষার আনুষাঙ্গিক সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে আমাদের শিশু-কিশোররা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হতো না। সর্দার আরও জানান, প্রতিদিন রোজগার করে দিন চালাতেই কষ্ট হয়, তারপর ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বাড়তি খরচ যোগানো মোটেও সম্ভব না। তাই ইচ্ছা থাকলেও বাধ্য হয়েই আমরা আমাদের স্কুলে পাঠাতে পারি না।

তিনি জানান, অর্থনৈতিক সংকট না থাকলে বাপ-দাদার এই ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন ব্যবসায় মনোযোগী হতাম। কিন্তু সেই সংগতি আমাদের না থাকায় বাধ্য হয়েই বাপ-দাদার ব্যবসা সাপ খেলা, তাবিজ-কবজ, ঝাড়-ফুঁক ও সাপ ধরে বিক্রি করা ছাড়া আমাদের আয়ের কোন পথ নেই।